সংবাদ

তারিখ ...02 OCT 2013...
পৃ: ১০ কলাম ২

কালিয়াকৈরের বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ

প্রতিনিধি, কালিয়াকৈর (গাজীপুর)

গাজীপুরের কালিয়াকৈর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্কুল পরিচালনা পর্ষদের একাধিক সদস্য, শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানান, উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত কালিয়াকৈর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। সম্প্রতি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য ১০ জন প্রার্থী আবেদন করেন এবং নিয়োগের নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। বিগত ১৭ জানুয়ারি ১৩ প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের নির্বাচনী পরীক্ষায় টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের ভাওরা এলাকার সুবাস চন্দ্র সরকার প্রথম স্থান অধিকার করলেও নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. আতিকুর রহমান খানসহ পাঁচজন সদস্যই মত প্রকাশ করেন প্রার্থীদের কেউই প্রধান শিক্ষক পদের জন্য যোগ্য নন। পরে তাদের সর্বসম্মতিতে নির্বাচনী পরীক্ষার স্টেটমেন্টে সার্বিক বিবেচনায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে উপযুক্ত মানসম্মত প্রার্থী পাওয়া না যাওয়ায় পুনরায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদানের সুপারিশ করেন। পরবর্তীতে নিয়োগ বোর্ড কর্তৃক অযোগ্য ঘোষিত প্রথম স্থান অর্জনকারী সুবাস চন্দ্র সরকারের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম একক সিদ্ধান্তে নিয়োগ স্টেটমেন্ট জালিয়াতি করে তাকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন এবং স্কুলে যোগদান করান। এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে স্কুল পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্য ও অভিভাবকরা গত ১৩.০৪.১৩ তারিখ মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর এবং পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বরাবর আবেদন করেও কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না বলে জানান পরিচালনা পর্ষদের সদস্য আ. হামিদ, আ. মামুন ও মিলি বেগম। তারা আরও জানান, বর্তমান সভাপতির একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে দিনদিন স্কুলে শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। বিগত ২০১২ এবং ২০১৩ সালের দুটি পাবলিক পরীক্ষার ফরম পূরণে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাথাপিছু ১০ হাজার টাকা করে আদায় করলেও স্কুল ফান্ডে জমা দেন মাত্র ২ হাজার টাকা করে। এ সময় প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি মিলে আত্মসাৎ করেন কয়েক লাখ টাকা। এছাড়াও ঢাকা এবং গাজীপুর যাতায়াতের নামে ২০০ টাকার স্থলে ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা করে ভাউচার দেখিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করেন তারা। এতে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মাঝে ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম জানান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ স্টেটমেন্টে যা লিখেছেন তা সঠিক না। পুনরায় ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে জানান, ওই নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমেই নিয়োগ দেয়া হয়েছে, নতুন করে ইন্টারভিউ নেয়া হয়নি। এ বিষয়ে নিয়োগ বোর্ডের সদস্য ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আতিকুর রহমান জানান, ইন্টারভিউয়ের সময় শুধু সুভাষ চন্দ্র সরকার কোনরকম পাস করে, যেখা যাচাই করার কোন সুযোগ ছিল না। তাই পুনরায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভালো একজন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া উচিত ছিল।